এসআইআর–এর কাজ তদারকি করতে ভোট রক্ষা শিবির পরিদর্শন করলেন দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও প্রদীপ মজুমদার। রয়েছেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী–সহ অন্য বিধায়ক ও জেলার দলীয় সদস্যরা। পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর, জামুরিয়া, আসানসোল দক্ষিণ ও আসানসোল উত্তরে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল।

ভবিষ্যৎ আদালতের রায়ে

● ১ পাতার পর

সেক্ষেত্রে আবার আদালতের নির্দেশমতো নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। সেই নতুন নিয়মের ভিত্তিতে নবম–দশম এবং একাদশ–দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় কে কত পেলেন, তা নির্ধারিত হবে। ইন্টারভিউয়ে কারা ডাক পেলেন তার জন্য ভেরিফিকেশন বা নথি যাচাইয়েরও নতুন তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। সেক্ষেত্রে একাদশ–দ্বাদশের ভেরিফিকেশন শেষের পর আঞ্চলিক ভিত্তিতে যে ইন্টারভিউয়ের প্রক্রিয়া চলছে, সে সবই বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ চাকরিহারা শিক্ষক ও নতুন চাকরিপ্রার্থীদের ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ, সবই নির্ভর করছে এ–সংক্রান্ত মামলায় আদালতের রায়ের ওপর। কমিশনের এই বিজ্ঞপ্তির পর গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যোগ্য শিক্ষক এবং চাকরিপ্রার্থীরাও আতঙ্কে। এই শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আইনি লড়াই দীর্ঘ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়া নিয়েও আশঙ্কা রয়েছে। যদি ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হয়, সেক্ষেত্রে তাঁরা সবাই আক্ষরিক অর্থেই চাকরিহারা হয়ে পড়বেন। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্তই। প্রসঙ্গত, এই ১০ নম্বর দেওয়া নিয়ে হওয়া মামলায় বুধবারই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, নবম–দশম এবং একাদশ–দ্বাদশে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য কমিশন যে ১০ নম্বর বরাদ্দ করেছিল, নতুন নিয়োগে যাঁরা সেই নম্বর পেয়ে অগ্রাধিকার পেয়েছেন, তাঁরা চাকরি পেলেও তা মামলার ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করবে। কমিশনকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত চাকরিপ্রার্থীকে সেকথা আগাম জানিয়ে দিতে। কমিশন সূত্রে খবর, সেইমতোই এদিন বিচারপতির নির্দেশ–সহ এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিকে, এদিনই শেষ হয়েছে একাদশ–দ্বাদশের নথি যাচাই বা ভেরিফিকেশন। আবার এদিন থেকেই বাংলা, ইংরেজির পর কমিশনের আঞ্চলিক দপ্তরে কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একাদশ–দ্বাদশের নথি যাচাই পর্ব মেটার পরই নবম–দশমের ইন্টারভিউয়ে কারা ডাক পেলেন, তার তালিকা চলতি সপ্তাহের শেষে, শনিবার প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, এই তালিকা প্রকাশের আগে অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে আগামী সপ্তাহের শুরুতে, সোমবার এই তালিকা প্রকাশিত হতে পারে।

এসএসসি–র একাদশ–দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের জন্য নথি যাচাইয়ের শেষ দিনে ভিড়। বিধাননগরে, বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

রানি শিরোমণিকে নিয়ে বই-এর প্রচ্ছদ উন্মোচন করলেন কুণাল

আজকালের প্রতিবেদন

রানি শিরোমণিকে নিয়ে বিশেষ বই প্রকাশ। ‘অরণ্যবহ্নি রানি শিরোমণি’র সম্পাদনা করেছেন বিনোদ মণ্ডল। কর্নেলগোলার আদি সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হচ্ছে বইটি। কলকাতায় এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ উন্মোচন করলেন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। ছিলেন গবেষক তীর্থঙ্কর ভকত, দুলাল দত্ত–সহ মেদিনীপুর থেকে আসা প্রতিনিধিদল। পা ভাঙায় ঘরবন্দি রয়েছেন কুণাল ঘোষ। তাই কলকাতায় তাঁর বাড়িতেই প্রচ্ছদ উন্মোচন হয়। তীর্থঙ্কর ভকত জানান, ঝাঁসির রানিরও ষাট বছর আগে কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি ভারতে প্রথম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁর অবদান সামনে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। এই বইয়ে অনেকের লেখা থাকবে। জানুয়ারিতে এই দলিল প্রকাশিত হবে। উল্লেখ্য, জঙ্গলমহলের রানি শিরোমণিকে পাঠ্যসূচিতে আনতে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেই প্রক্রিয়াও চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে কর্ণগড়ে রানির মন্দির ও দুর্গ সংস্কার হয়েছে। পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

‘অরণ্যবহ্নি রানি শিরোমণি’র প্রচ্ছদ উন্মোচন করছেন কুণাল ঘোষ।

নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে দিশাহারা প্রাক্তন সেনাকর্মীর পরিবার

নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে দিশাহারা প্রাক্তন সেনাকর্মীর পরিবার। রোজকার মতো অফিসে যাবেন বলে সোমবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই পরিবারের ছেলে। তারপর আর হদিশ নেই নিউ টাউনের হাতিয়াড়া অরুণাচলের বাসিন্দা বছর তিরিশের অয়ন মল্লিকের (৩০)। পরিবারের দাবি, রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে ছেলে। তার পর থেকে ওই যুবকের মোবাইল ফোনও বন্ধ রয়েছে। উদ্বিগ্ন পরিবার ছেলের খোঁজে ২ ডিসেম্বর বিধাননগর কমিশনারেটের ইকো পার্ক থানার দ্বারস্থ হয়। একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছে। এদিকে, কয়েকদিন কেটে গেলেও তরতাজা যুবক ছেলের খোঁজ না পেয়ে কার্যত দিশাহারা অবস্থা হাতিয়াড়ার প্রাক্তন সেনাকর্মীর পরিবারের। পুলিশ জানিয়েছে, সব দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত চলছে। ছেলেটির সন্ধান পেতে অন্য সব থানাকেও জানানো হয়েছে।

ব্যারাকের করিডর থেকে পড়ে মৃত্যু সেনাকর্মীর

ব্যারাকের তিনতলার করিডর থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক সেনাকর্মীর। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বালিগঞ্জ থানা এলাকায়। মৃতের নাম গোহিলকৃষ্ণ শিবাভাই (৩১)। তিনি আদতে গুজরাটের ভাবনগরের বাসিন্দা। সিপাহি পদের ওই সেনাকর্মী আর্মি মোটর ট্রান্সপোর্টের গাড়ি চালাতেন। থাকতেন বালিগঞ্জ ময়দান আর্মি ক্যাম্পের ব্যারাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দিন রাত সওয়া ২টো নাগাদ ব্যারাকের তিনতলার করিডর থেকে নীচে পড়ে যান গোহিলকৃষ্ণ। অন্য কর্মরত সেনাকর্মীরা দেখতে পেয়ে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা ওই সেনাকর্মীকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানতে পেরেছে, মৃত যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু

বাড়ি থেকে অফিস যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা। বেপরোয়া পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল বাইকচালকের। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়দান থানা এলাকায়। মৃতের নাম অতনু বোস (৫৪)। তিনি বরাহনগরের বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি দক্ষিণ পূর্ব রেলে চাকরি করতেন। এদিন বাইক চালিয়ে অফিসে যাচ্ছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর মাথায় হেলমেট ছিল। সকাল ১০টা নাগাদ কিংসওয়ে ও স্ট্র্যান্ড রোডের ক্রসিংয়ে একটি অজানা পণ্যবাহী গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অতনুকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। অজানা পণ্যবাহী গাড়িটির সন্ধান করছে ময়দান থানার পুলিশ।

ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি পরিচয়ে প্রতারণা, ধৃত ২

ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি পরিচয়ে ভুয়ো ফোন। সরল বিশ্বাসে তাতে সাড়া দিয়ে প্রতারণার খপ্পরে নিউ টাউনের বাসিন্দা এক মহিলা। প্রতারকরা প্রচুর টাকা লাভের টোপ দিয়ে তাঁকে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করায়। লাভের আশায় শেয়ার মার্কেটে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেন তিনি। এরপরই ওই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। মহিলা বুঝতে পারেন, প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন। দ্রুত বিধাননগর কমিশনারেটের সাইবার পুলিশের দ্বারস্থ হন। প্রতারণার মামলা রুজু করেন। তদন্তে নেমে বারাসত থানা এলাকা থেকে দুই প্রতারক সুমিত বিশ্বাস ও পিয়াল দত্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিনিয়োগ শুরু করার আগে বোঝা দরকার মিউচুয়াল ফান্ড কী

বিনিয়োগের পাঠশালা

সদ্য কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন এবং চাকরিতে যোগ দিয়েছেন এমন প্রথম বিনিয়োগকারীদের একটা ঢেউ তৈরি হয়েছে। এঁরা মিউচুয়াল ফান্ডকেও বিনিয়োগের সুযোগ হিসাবে দেখছেন। কোথাও টাকা ঢালার আগে, এই ধরনের প্রথম বিনিয়োগকারীর দল যদি বোঝেন কত রকমের স্কিম আছে, সম্পদের প্রতিটি শ্রেণিতে বিনিয়োগের ঝুঁকি কতটা, বিনিয়োগের খরচ কত, সম্ভাব্য লাভ কতটা, এবং কতদূর পর্যন্ত তাদের সামনে বিনিয়োগের সম্ভাবনা উন্মুক্ত রয়েছে, তাহলে সেই জেনে নেওয়াটা তাদের পক্ষে সেটা খুবই ভাল হবে।

যারা বিনিয়োগকারী তাদের সামনে কোন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে?

বিনিয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ইকুইটি ফান্ড বেছে নিতে পারেন বিনিয়োগকাকীরা। এর মধ্যে পড়বে লার্জ–ক্যাপ, মিড –ক্যাপ, স্মল–ক্যাপ, এবং মাইক্রো–ক্যাপ স্কিম থেকে শুরু করে বৈচিত্রসম্পন্ন ফ্লেক্সি–ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ। ফ্লেক্সি–ক্যাপ আবার বাজারের বিভিন্ন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করে থাকে। স্থির আয়ের দিকটা ধরলে, বিনিযোগকারীরা বিবেচনা করতে পারেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত মেয়াদের স্কিম। এর মধ্যে পড়বে ওভারনাইট ফান্ড থেকে দীর্ঘকালীন গিফট ফান্ড পর্যন্ত, যেগুলির মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। যারা এক বা দু বছরের জন্য টাকা বিনিয়োগ করে রাখতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত হল কর্পোরেট বন্ড ফান্ড। বন্ড ও শেয়ার ছাড়াও, মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ করতে পারে কিছু পণ্যেও, যেমন সোনা এবং রুপোয়। একটা প্যাকেজের মধ্যে থেকে যারা বিনিয়োগ নানা দিকে ছড়িয়ে দিতে চান, তারা বেছে নিতে পারেন হাইব্রিড স্কিম। এতে থাকে নানা ধরনের সম্পদে বিনিয়োগের সুযোগ যার মধ্যে পড়ে শেয়ার, ঋণপত্র, সোনা, রুপো। এক্ষেত্রে পুরো বিষয়টা নির্ভর করবে পণ্যের বিনিয়োগের লক্ষ্যের ওপর।

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের খরচ কী রকম?

প্রতিটি মিউচুয়াল ফান্ডের একটা খরচ রয়েছে। খরচের অনুপাত হিসাবে এটা নেওয়া হয় বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে। এটা একটা ফি যা মিউচুয়াল ফান্ড প্রতি বছর নিয়ে থাকে যারা ইউনিট কিনেছেন তাদের কাছ থেকে। এই ফি এর একটা অংশ যায় ফান্ড হাউসের কাছে ম্যানেজমেন্ট ফি হিসাবে। নিয়মিত পরিকল্পনায় এই ফিএর একটি অংশ যায় ডিস্ট্রিবিউটরের কমিশন মেটাতে। ডিরেক্ট ফান্ড বেছে নিলে ডিস্ট্রিবিউটরের কমিশন লাগে না। তবে এক্ষেত্রে কোন্ স্কিমে বিনিয়োগ করবেন তা নিজেকেই ঠিক করতে হবে। কিংবা নথিবদ্ধ বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শদাতাকে আলাদা একটা ফি দিতে হবে। খরচের অনুপাতের মধ্যে বেশ ভালরকম তফাৎ হতে পারে— ৫ বেসিস পয়েন্ট থেকে ২২৫ বেসিস পয়েন্ট পর্যন্ত। এটা নির্ভর করবে কী ধরনের স্কিম এবং ফান্ড আপনি বিনিয়োগের জন্য বেছে নিচ্ছেন। ডেট ফান্ডের তুলনায় ইকুইটি ফান্ডের খরচ বেশি। কারণ ইকুইটি ফান্ডের জন্য আরও বেশি গবেষণা, আরও বেশি শেয়ার বাছাই করা এবং আরও বেশি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের দরকার হয়। একই ভাবে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা স্কিমগুলি, যেগুলি মানি ম্যানেজাররা দেখাশোনা করেন, সেগুলিতে নিষ্ক্রিয় বা ইনডেক্স ফান্ডের চেয়েখরচ সাধারণত বেশি হওয়ার প্রবণতা থাকে। কারণ নিষ্ক্রিয় বা ইনডেক্স ফান্ড শুধু বেঞ্চমার্কের দিকে নজর রাখে।

এই বিনিয়োগের ঝুঁকিগুলি কী কী?

শেয়ার বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইকুইটি ফান্ড থেকে লাভ বাড়তে কিংবা কমতে পারে। স্বল্পকালীন মেয়াদে বিনিয়োগের ফল নেতিবাচকও হতে পারে। সময়ের বিচারে ডেট ফান্ডগুলি অনেক বেশি স্থিতিশীল। তবে স্বল্প মেয়াদে সেগুলি মার্ক–টু–মার্কেটের গতি এবং ক্রেডিট রিস্কের মুখে পড়তে পারে। সোনা ও রুপোর ফান্ডের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। এটা ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিটের মতো নয়। মিউচুয়াল ফান্ড নিশ্চিত লাভের কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় না। তাই মূলধনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা সবসময়ই থাকে। তাছাড়া, ইকুইটি স্কিম থেকে ‘১২ শতাংশ রিটার্ন’এর যে কথা বিনিয়োগকারীর প্রায়ই শুনতে পান, সেটার ভিত্তি হল অনুমান কিংবা অতীতের পারফরমেন্স। আপনি বিনিয়োগ থেকে আসলে কতটা আয় করবেন এটা তার কোনও গ্যারান্টি নয়।

Invesco Mutual Fund

একটি বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সচেতনতামূলক উদ্যোগ

আপনার গ্রাহককে জানুন (Know Your Customer KYC) নির্দেশিকা এবং ঠিকানা, ফোন নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য ডকুমেন্টারি প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতির জন্য, অনুগ্রহ করে www.invescomutualfund.com শিক্ষা এবং নির্দেশিকা বিভাগটি দেখুন। বিনিয়োগকারীদের কেবল SEBI-তে নিবন্ধিত মিউচুয়াল ফান্ডগুলির সাথে লেনদেন করা উচিত, যার বিবরণ https://www.sebi.gov.in/index.html "মধ্যস্থতাকারী/বাজার অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান" ("Intermediaries/Market Infrastructure Institutions") এর অধীনে যাচাই করা যেতে পারে। যেকোনো অভিযোগ/অভিযোগের জন্য, অনুগ্রহ করে 1800-209-0007 নম্বরে আমাদের কল করুন অথবা mfservices@invescoindia.com আমাদের লিখুন। বিকল্পভাবে, https://scores.sebi.gov.in SEBI SCORES পোর্টালে অভিযোগ নিবন্ধন করা যেতে পারে।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজার ঝুঁকির উপর নির্ভরশীল, স্কিম সম্পর্কিত সমস্ত নথি সাবধানে পড়ুন।

কীভাবে একজন বিনিয়োগকারী মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেবেন?

ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতার সঙ্গে মেলে এমন স্কিমই বেছে নিতে হবে বিনিয়োগকারীকে। এটাও দেখতে হবে যে, তারা কত বছর পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে চান। যারা তরুণ বিনিয়োগকারী এবং পাঁচ বা সাত বছরের বেশি সময় ধরে বিনিয়োগ করতে চান, তারা ইকুইটি ফান্ড বেছে নিতে পারেন। যদি আগামী এক বা দুবছরে টাকাটা আপনার দরকার হয়, তাহলে ভাল বাছাই হবে ফিক্সড ইনকাম কিংবা ডেট ফান্ড। যে সব বিনিয়োগকারী কম ঝুঁকি নিতে চান তাঁরা বেছে নিতে পারেন হাইব্রিড ধরনের ফান্ড যেমন আরবিট্রেজ, ইকুইটি সেভিংস, ব্যালানসড অ্যাডভান্টেজ কিংবা মাল্টি অ্যাসেট–ফান্ড। এর ফলে তাদের বিনিয়োগে ইকুইটি ক্ষেত্রের ঝুঁকি কম থাকবে।

সংশোধনী

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ৪.১১.২০২৫ তারিখে আজকাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত সংযোজনগুলি পড়া যেতে পারে:
এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যাকাউন্টগুলির সোনার অলঙ্কারগুলি ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক নোটিশে উল্লেখিত তারিখে ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে অথবা ২০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শাখাগুলিতে পাবলিক নিলামে তোলা হবে।

তারিখ: ০৫.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

ফেডারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর জন্য
রিজিওনাল হেড অফিস
কলকাতা রিজিয়ন

‘ফর্ম নং: আইএনসি ২৬’
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স সমীপে
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) ক্লজ (এ) সম্পর্কিত বিষয়
[illegible]
আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

জন্য ও তরফে
গুলমোহর প্রোডাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/–
সুনীতা রাজগাদিয়া
(ডিরেক্টর)
DIN:02716747
তারিখ: ০৪.১২.২০২৫
স্থান: কলকাতা

বৈঙ্ক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
রিজিওনাল অফিস: বর্ধমান রিজিয়ন
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙ্গাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১
ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার ‘এ’
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; ‘পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ) ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা, ইএমডি এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**মেসার্স ওয়ান পয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ প্রিয়ঙ্কর সিংহ** দোকানের ঠিকানা: ৭০/১/১, এন এস রোড, তোলাফটক মোড়, চুঁচুড়া–৭১২১০১ **২. মিঃ প্রিয়ঙ্কর সিংহ (প্রোপ্রাইটর ও বন্ধকদাতা)** ঠিকানা: ব্যান্ডেল বলাগড়, বনমসজিদ, পোঃঅঃ– সাহাগঞ্জ, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২১০৪ **৩. মিঃ প্রবীর কুমার সিংহ (জামিনদার)** ঠিকানা: ব্যান্ডেল বলাগড়, বনমসজিদ, পোঃঅঃ– সাহাগঞ্জ, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২১০৪ **৪. মিসেস রেণু দত্ত সিংহ (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ঠিকানা: ব্যান্ডেল বলাগড়, বনমসজিদ, পোঃঅঃ– সাহাগঞ্জ, জেলা– হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১২১০৪ **৫. মিঃ রতন কুমার সরকার (জামিনদার)** ঠিকানা: তেঘরিয়া পার্ক, ১১৭, কুণ্ডুবাগান, সপ্তগ্রাম, অ্যাডকোনগর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১২১ **৬. মিস পায়েল সরকার (জামিনদার ও বন্ধকদাতা)** ঠিকানা: তেঘরিয়া পার্ক, ১১৭, কুণ্ডুবাগান, সপ্তগ্রাম, অ্যাডকোনগর, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১২১ **শাখা: ব্যান্ডেল অনুমোদিত আধিকারিক:** মিঃ তরুণ সুভাষচন্দ্র দত্ত **শাখায় যোগাযোগের ব্যক্তি: মিঃ অরুণ কুমার শাসমল, মোবাইল: ৯৩৩৪৪৭০১৭৫**	**১) নিম্নোক্ত তিনতলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি দোকানের সমবন্ধক যার অবস্থান: ৭০/১/১, কুমারগলি, এন এস রোড, তোলাফটক মোড়, আইওবি এটিএম–এর বিপরীতে, চুঁচুড়া, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১০১, পরিমাপ– ৮৩১ বর্গফুট, মৌজা– চুঁচুড়া, জে এল নং ২০, এল আর খতিয়ান নং ১৪১৯১, ১৪১৯২, ১৪১৯৩, আর এস দাগ নং ১১৮৯, সম্পত্তির মালিকানা শ্রীমতী রেণু সিংহ–এর নামে।** **২) নিম্নোক্ত তিনতলা বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে একটি দোকানের সমবন্ধক যার অবস্থান: ৭০/১/২, কুমারগলি, এন এস রোড, তোলাফটক মোড়, আইওবি এটিএম–এর বিপরীতে, চুঁচুড়া, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১০১, পরিমাপ– ৮৩১ বর্গফুট, জে এল নং ২০, এল আর খতিয়ান নং ১৪১৯১, ১৪১৯২, ১৪১৯৩, আর এস দাগ নং ১১৮৯, সম্পত্তির মালিকানা মিস পায়েল সরকার–এর নামে।** **৩) নিম্নোক্ত তিনতলা বিল্ডিংয়ের ২ নং ফ্লোরের সমবন্ধক যার অবস্থান: ৭০/১/৩, কুমারগলি, এন এস রোড, তোলাফটক মোড়, আইওবি এটিএম–এর বিপরীতে, চুঁচুড়া, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা– হুগলি, পিন–৭১২১০১, পরিমাপ– ৮৩১ বর্গফুট, জে এল নং ২০, এল আর খতিয়ান নং ১৪১৯৩, আর এস দাগ নং ১১৮৯, সম্পত্তির মালিকানা মিঃ প্রিয়ঙ্কর সিংহ–এর নামে। প্রপার্টি আইডি: BARB565220220078**	₹ ৩,০৪,০২,৮২৯.৬৮ ১২.০৪.২০২২ অনুযায়ী + ১৩.০৪.২০২২ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ ও অন্যান্য চার্জ	২২.১২.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা	₹১,০২,৫০,০০০/– / ₹১০,২৫,০০০/– / ₹১০,০০০/–	বাস্তবিক	০৮.১২.২০২৫ থেকে ২০.১২.২০২৫ (যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে)

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন।

SCAN HERE
বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

তারিখ: ০৫.১২.২০২৫
স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

GRIHUM গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ফ্লোর নং ২, সাহা ম্যানসন, কুলপি রোড, ওয়ার্ড নং ৫, নিকটতম ল্যান্ডমার্ক ডোমিনোস পিৎজা, বারুইপুর, কলকাতা–৭০০১৪৪
ই–নিলাম–বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’) অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড,** (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি **২২.১২.২০২৫ তারিখে ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১	**লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: HM0011H18100408 রমেন সর্দার (ঋণগ্রহীতা) বিজলি সর্দার (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	**বিজ্ঞপ্তির তারিখ: ০৬.০৬.২০২৪ মোট বকেয়া: ₹১৭,২০,৫৬৪/–** (সতেরো লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো চৌষট্টি টাকা মাত্র), ০৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী প্রদেয় + আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৩.৩৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	ফ্ল্যাট নং এফ(বি), সামনের দিক, (দক্ষিণ দিক), ফ্লোর নং ২, –এর সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ যার স্থিতি ও বিবরণ: ১০৬, মধ্যপাড়া, ঋষি রাজ নারায়ণ রোড, থানা– বাঁশদ্রোণী, ওয়ার্ড নং ১১২, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মৌজা– রায়নগর, জেএল নং ৪৭, দাগ নং ৪৭ (পি) এবং ৪৮ (পি), ৭৩৪ বর্গফুট, বাঁশদ্রোণী থানার নিকট, নবারুন ক্লাব, মেট্রো– মাস্টারদা, পিন–৭০০০৭০, **সীমানা: পূর্ব–** দাগ নং ৪৮–এর জমি; **পশ্চিম**– দাগ নং ৪৭–এর জমি; **উত্তর**– কেশব নস্করের জমি; **দক্ষিণ**– ১৮ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।	₹ ১৪,০০,০০০/– (চোদ্দো লক্ষ টাকা মাত্র)	₹ ১,৪০,০০০/– (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)	২০.১২.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে	₹ ১০,০০০/–	১৬.১২.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	২২.১২.২০২৫ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে পিএইচএফএল ব্রাঞ্চে এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, থার্ড ফ্লোর (চতুর্থ তল), গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২**–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ২৭.১২.২০২৫ বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিডি রূপে ‘Grihum Housing Finance Ltd.’ (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: ০৯১৫৫১০০০০২৮০; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পাঁচশিল টেক পার্ক, গণপতি চকের নিকট, ৪৩/৪৪ ভিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন **এই ঠিকানায়: ফ্লোর নং ২, সাহা ম্যানসন, কুলপি রোড, ওয়ার্ড নং ৫, নিকটতম ল্যান্ডমার্ক ডোমিনোস পিৎজা, বারুইপুর, কলকাতা–৭০০১৪৪, মোবাইল নম্বর: +৯১ ৯৫৬৭৬২৬০৫০, ই–মেল আইডি: rahul.r1@grihumhousing.com**। শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctionc.com** এবং **www.grihumhousing.com** দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে

যদি স্থানীয় ভাষার প্রকাশনা এবং ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশনার বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে, তাহলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের ভাষার বিষয়বস্তু প্রাধান্য পাবে

তারিখ: ০৫.১২.২০২৫; স্থান: কলকাতা
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A
স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com
কলকাতা শাখা: পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং ‘D’–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং ‘C’–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী ‘যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং ‘A’ তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: **www.pnbhousing.com.**

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর/ ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (আরপি) (E)	ইএমডি (আরপি–র ১০%) (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর হার (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	জ্ঞাত দায়/ বিচারাধীন মামলা (যদি থাকে) (K)
HOU/KOL/0218/494828 শাখা অফিস: কলকাতা বুদ্ধদেব ঘোষ, সুনীতা ঘোষ	₹ ৩৪,৯৩,৫৬৩.৬১ ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ৭ ছটাক ২৪ বর্গফুট মাপের জমিতে নির্মিত বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরে ৩টি বেডরুম, ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট ও ২টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ১৫৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪/ডি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং পি সি চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা–৭০০১১০, মৌজা– সোদপুর, জে এল নং ৮, আর এস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭৮, আর এস খতিয়ান নং ১২৪৪, এল আর খতিয়ান নং ৯৯১, আর এস দাগ নং ৪৭, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা– খড়দহ, ওয়ার্ড নং ১৭। চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রয়াত কিশোরী মোহন সরকারের বাড়ি; দক্ষিণ– রাজেশ্বর কর্মকার ও মৃণাল হালদারের বাড়ি; পূর্ব– পুরসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– পুকুর।	₹ ৩৩,৯৫,০০০/–	₹ ৩,৩৯,৫০০/–	২৩.১২.২৫	₹ ১০,০০০/–	১০.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৪.১২.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই
HOU/KOL/0916/318570 শাখা অফিস: কলকাতা পারভেজ আলম এবং হেনা আঞ্জুম	₹ ১৯,১৮,৫২৫.২২ ১৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী	বাস্তবিক দখল	সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৯ ছটাক ২১ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘সাই অ্যাপার্টমেন্ট’ নামক বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ২ বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ১বি–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সুখচর, জে এল নং ৯, আর এস নং ১৪, তৌজি নং ১৫৬, আর এস দাগ নং ৩১১৯, আর এস খতিয়ান নং ৪৪৮, হোল্ডিং নং ৮৮, ডাঃ গোপাল চ্যাটার্জি রোড, থানা– খড়দহ, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পানিহাটি পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ১৫ ফুট চওড়া ডাঃ জি সি চ্যাটার্জি রোড; দক্ষিণ– উজ্জ্বলের বাড়ি; পূর্ব– কেষ্ট কোলের বাড়ি; পশ্চিম– উজ্জ্বলের কারখানা।	₹ ১৭,৮৯,০০০/–	₹ ১,৭৮,৯০০/–	২৩.১২.২৫	₹ ১০,০০০/–	১০.১২.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট	২৪.১২.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে দুপুর ৩টা	জানা নেই

* তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত এবং/বা পরবর্তীতে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে বার্ষিক ১৮% হারে প্রযোজ্যমতো সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি। ** পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে উপরিলিখিত স্থাবর/ সুরক্ষিত পরিসম্পদের ওপর অন্য কোনও দায়/ দাবি বকেয়া নেই (কলাম নং [illegible]

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ০৬.১২.২০২৫
অনুমোদিত আধিকারিক, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড